ক্রুসেড বিশ্বকোষ-৬

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

উসমানি খিলাফতের ইতিহাস

[দ্য অটোমান এম্পায়ার]

(প্রথম খণ্ড)

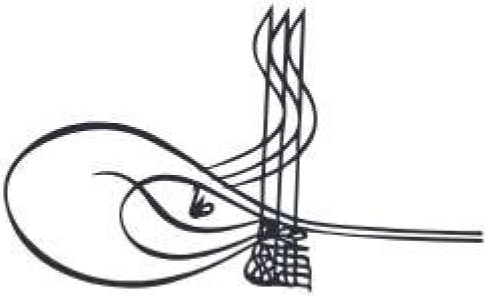

ক্রুসেড বিশ্বকোষ-৬

উসমানি খিলাফতের ইতিহাস

[দ্য অটোমান এম্পায়ার]

(প্রথম খণ্ড)

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ভাষান্তর : **আবদুর রশীদ তারাপাশী**

কালান্তর প্রকাশনী

পঞ্চম মুদ্রণ : মে ২০২৩
২য় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০২০
১ম প্রকাশ : ১ নভেম্বর ২০১৯

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬০০, US $ 20, UK £ 15

প্রচ্ছদ : কাজী সফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96140-7-4

Usmani Khilafoter Etihas[2nd]
by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

অটোমান এম্পায়ার বা উসমানি সাম্রাজ্য বিশ্ব-ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্তৃত, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ও দীর্ঘমেয়াদি শাসনব্যবস্থা, যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল কুরআন-সুন্নাহ। ক্ষুদ্র একটি জায়গির থেকে সূচনা হয়ে এক মহাসাম্রাজ্য হিসেবে বেড়ে ওঠা, যা শাসন করে গেছে একসঙ্গে তিনটি মহাদেশ। তাদের শাসনব্যস্থায় ছিল ন্যায়, ইনসাফ, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার; ছিল না রাজা-প্রজায় কোনো ব্যবধান। ছিল ভিন্ন পথ ও মতের মানুষের সহাবস্থান। ছিল বিত্তবৈভব আর যশখ্যাতি। তবে ছিল না অপচয় আর বিলাসিতা। ছিল না জুলুম-অত্যাচার কিংবা হিংস্রতা। কিন্তু কালের বিবর্তনে সেই সোনালি সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটেছে।

উসমানি শাসনব্যবস্থার ছিল দুটি অবস্থা—উত্থান আর পতন। মহান পুরুষ এরতুগরুলের সুযোগ্য উত্তরসূরি উসমান খান থেকে দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট নামে খ্যাত সুলতান সুলায়মান কানুনি পর্যন্ত ছিল উত্থানপর্ব। এর পর থেকে বাজতে থাকে পতনের ঘণ্টাধ্বনি। যদিও সেই পতন রাতারাতি হয়নি। পতন হবে হচ্ছে করে চলে যায় আরও কয়েক শতাব্দী। কারণ, এর ভিত্তি ছিল অত্যন্ত গভীরে।

উত্থানপর্বের অন্যতম ঘটনা হচ্ছে, সুলতান বায়েজিদের ইউরোপে অভিযান ও তাঁর হাতে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ। এরপর শায়খ আক শামসুদ্দিন ও শায়খ কোরানির সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সুলতান মুহাম্মাদের কনস্টান্টিনোপল বিজয়. ফলে ইতিহাসে তিনি পরিচিত হন 'ফাতিহ' তথা 'বিজয়ী' নামে।

মধ্যখানে রোমসম্রাটের চক্রান্তে ইতিহাসের খলনায়ক তৈমুর লংয়ের হাতে সুলতান বায়েজিদের পরাজয় ও বন্দিত্ব; একপর্যায়ে তাঁর মৃত্যু ছিল উসমানি ইতিহাসের এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। অবশ্য ফিনিক্স পাখির মতো সুলতান বায়েজিদের সন্তান মুহাম্মাদের হাত ধরে আবারও ঘুরে দাঁড়ায় উসমানি সাম্রাজ্য। এ জন্য তাঁকে বলা হয় উসমানি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা।

ইতিহাসবিদরা এ ব্যাপারে একমত যে, ৯৭৪ হিজরি; ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলায়মান কানুনির ইনতিকালের সঙ্গে সঙ্গে উসমানি খিলাফতের সূর্য ক্রমশ অস্তগামী হওয়ার পথ ধরেছিল। বলতে গেলে সুলতানের জীবদ্দশায়ই সূচিত হয়েছিল এ বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো। কেননা, সুলতান তাঁর এক ইয়াহুদি স্ত্রীকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেছিলেন। যে মহিলার চক্রান্তে হত্যা করা হয় যুবরাজ মুসতাফা পাশাকে, যিনি ছিলেন সুলতানের বড় ছেলে। ছিলেন অত্যন্ত বীর সাহসী, বুদ্ধিমান ও জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয়। এ ছাড়া হত্যা করা হয় উসমানিদের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ উজিরে আজম (প্রধানমন্ত্রী) ইবরাহিম পাশাকে। ইবরাহিম পাশা ছিলেন দূরদর্শী চিন্তার অধিকারী। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে যার কোনো জুড়ি ছিল না। এসব গৃহদাহ ছিল বিশাল এই সাম্রাজ্যের জন্য কলঙ্কজনক অধ্যায়। ফলে রাষ্ট্র হাঁটা শুরু করেছিল পতনের পথে।

যে মহিলার কুটিল ষড়যন্ত্রে এতসব কলঙ্কজনক অধ্যায় রচিত হয়েছিল, সেই মহিলাটি ছিল ইয়াহুদি বংশোদ্ভূত। ক্রিমিয়ার তাতাররা হিজরি পনেরো শতাব্দীতে সুলতান সুলায়মান কানুনিকে উপহার দিয়েছিল এই রুশ কুমারি বালিকাকে। সুলায়মান কানুনি একপর্যায়ে এই কুমারি বালিকাকে বিয়ে করেন। তার গর্ভে এক মেয়েসন্তান জন্মগ্রহণ করে। মেয়েটি বড় হলে তার ইয়াহুদি মায়ের প্রচেষ্টায় রুস্তম পাশার সঙ্গে তার বিয়ে সংঘটিত হয়।

এই ইয়াহুদি মহিলাই সুলতানের কাছ থেকে মুসলিমবিশ্বে ইয়াহুদিদের আশ্রয় দেওয়ার ফরমান জারি করিয়ে নেয়। ফরমান জারির পরপর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ইয়াহুদিরা পঙ্গপালের মতো মুসলিম ভূখণ্ডে এসে আবাদ হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে এই ইয়াহুদিরাই উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সব ধরনের চক্রান্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং এমন কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না, যাতে তাদের হাত ছিল না। একপর্যায়ে তারা এই মহান খিলাফতকেও ধ্বংস করে ফেলে।

এ ছাড়া গ্রন্থটিতে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে স্পেনে মুসলিম নির্যাতনের ইতিহাস, নৌসেনাপতি খাইরুদ্দিন বারবারুসার বীরত্ব এবং সেখানকার মুসলমানদের উদ্ধারচেষ্টার হৃদয়বিদারক ঘটনাবলি। আলোচনা করা হয়েছে সবচেয়ে প্রভাবশালী সুলতান সুলায়মানের বিভিন্ন অভিযান এবং মুসলমানদের সুরক্ষায় তাঁর তৎপরতা ও বিজয়সমূহ।

দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করা হয়েছে উসমানিদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্রে মুসলমানদের তাহজিব-তামাদ্দুন ধ্বংসের সূক্ষ্ম তৎপরতা, একের পর এক অঞ্চল হাতছাড়া হওয়া, ফ্রিম্যাসনদের তৎপরতা, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মান, ব্রিটেন তথা ইউরোপীয়দের কূটচাল ও সরাসরি উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইতিহাস। পর্যালোচনা

করা হয়েছে সেসব যুদ্ধের ফলাফলও। বর্ণিত হয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্রের নামে খিলাফতের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহ; বিভিন্ন মন্ত্রী, পাশা ও জেনারেলদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। বিশেষ করে আলি পাশা, আনোয়ার পাশা, মাদহাত পাশা, গাদ্দার মুসতাফা কামাল এবং মক্কার গভর্নর শরিফ হুসাইনদের বিশ্বাসঘাতকতার দাস্তান। জানা যাবে জামালুদ্দিন আফগানিসহ ইতিহাসের আলোচিত কিছু মুখোশধারীর চরিত্র সম্পর্কে। জানা যাবে ওয়াহাবি আন্দোলনের ইতিহাস এবং পাশ্চাত্যের দেওয়া 'গণতন্ত্র ও স্বাধীন আরব প্রতিষ্ঠা' নামক ট্যাবলেট গলাধঃকরণ করে মুক্তির নেশায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়া তরুণ আরবদের খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দুঃখজনক অধ্যায়।

গ্রন্থটিতে মোটাদাগে আলোচনা করা হয়েছে মহান সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের কালজয়ী কর্মতৎপরতার। বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে তাঁকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়ন এবং শেষপর্যন্ত খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটানোর। এ ছাড়া এমন আরও অনেক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যা আমাদের অনেকের অজানা। আবার এমনও কিছু বিষয় আছে, যেগুলো সম্পর্কে আমারা সঠিক ধারণা রাখি না বা জানি না। আমরা প্রাচ্যবিদ, ইউরোপীয় আর ইসলাম ও খিলাফতবিরোধীদের রচিত ইতিহাস থেকে সেই ভুলগুলো এত দিন জেনে এসেছি।

সর্বোপরি, গ্রন্থটি যেহেতু আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি; ইনশাআল্লাহ আপনারাই পড়ে জানতে পারবেন বিস্তারিত ইতিহাস। জানতে পারবেন পতনের কারণসমূহ। পাবেন মুসলিম উম্মাহর ঘুরে দাঁড়ানোর দিকনির্দেশনা।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন সুসাহিত্যিক আবদুর রশীদ তারাপাশী। তাঁর অনুবাদকর্ম নিয়ে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন মনে করছি না। কারণ, ইতিমধ্যে তাঁর অনুবাদসাহিত্য বোদ্ধা পাঠকের হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক সালমান মোহাম্মদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তিনি আরবির সঙ্গে মিলিয়ে বইটির ভাষা ও বানান দেখে দিয়েছেন। আরেকজন দীনি বোন বইটির বানানসংশোধনে সহযোগিতা করেছেন। আমি নিজেও বইটি দুবার পড়েছি।

দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু বানান সংশোধন করা হয়েছে। বানান দেখেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত। মূল গ্রন্থে সন-তারিখে অনেক বিভ্রাট ছিল, তাই আগেরবার অনুবাদের পর সম্পাদনা করেও কিছু বিভ্রাট থেকে যায়। এবার আমরা ঘাঁটাঘাঁটি করে বিশুদ্ধটা দিয়েছি। পুরো গ্রন্থটি নতুনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। ফন্ট কিছুটা ছোট করা হয়েছে। এতে পৃষ্ঠাসংখ্যা কিছুটা কমেছে। তাই বইয়ের মূল্যও কিছুটা কমানো হয়েছে। আর মূল্যের ব্যাপারে পাঠকেরও আবদার ছিল, যাতে কিছুটা কমিয়ে রাখা হয়।

আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত রাখতে। তারপরও কোনো ধরনের

ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অসংগতি নজরে এলে আমাদের অবগত করার অনুরোধ করছি। ইনশাআল্লাহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সংশোধন করা হবে।

আল্লাহ আমাদের যাবতীয় কাজ কেবল তাঁর জন্য করার তাওফিক দিন। গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবার কাজ আল্লাহ কবুল করুন। গ্রন্থটিকে গ্রহণযোগ্য করুন। যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর রহমতের ছায়ায় আমাদের আশ্রয় দেন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
১ ডিসেম্বর ২০২০

অনুবাদকের কথা

যাহার উত্থান আছে তাহারই পতন
শূন্যেতে উত্থিত তির থাকে কি কখন?

সমাজবিশ্লেষক আল্লামা ইবনু খালদুন বলেন, 'যখন কোনো সভ্যতা শিকড় থেকে শিখরে পৌঁছে যায় তখন তার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।' মহাকালের ইতিহাস এ বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণ দেয়। ইতিহাস আমাদের জানায়, পৃথিবীতে একসময় দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল ফারাও সভ্যতার, মায়া সভ্যতার, সেমিটিক সভ্যতার, জরথুস্ত্রীয় সাসানি সভ্যতাসহ রোমান বাইজেন্টাইন সভ্যতার; কিন্তু কালের অমোঘ থাবায় প্রতিটি সভ্যতা উন্নতির শীর্ষে পৌঁছার পর আশ্রয় নিয়েছে ইতিহাসের ভাগাড়ে।

মহাকালের নিয়মানুযায়ী পতনের এ ধারা থেকে রক্ষা পায়নি ইসলামি খিলাফত এবং সালতানাতব্যবস্থাও। কালের নির্মম থাবায় তার জায়গা দখল করে নেয় সেকুলার পাশ্চাত্য সভ্যতা। ইতিহাসের অনুসন্ধানী পাঠক নিশ্চয় স্বীকার করবেন, বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তিকে পশ্চিমা সভ্যতা নেতৃত্বের শিখর স্পর্শ করার পর ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে পতনের সূচনা। পতন পূর্ণতায় পৌঁছাতে হয়তো আরও অর্ধশতাব্দী কিংবা শতাব্দীকাল লাগবে; কিন্তু পতন যে শুরু হয়ে গেছে এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পৃথিবীকে শাসন-করা একটা রাষ্ট্রশক্তি কীভাবে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে শিকার হয় পতনের নির্মম থাবার। সে প্রসঙ্গে কথা বললে বলতে হয়—সভ্যতার উত্থানের নেতৃত্বে যারা থাকেন, তারা হন নিজেদের দর্শনের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী। নিজেদের আদর্শ ও দর্শন ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় থাকেন সক্রিয়। সভ্যতার গোড়ায় শক্তি জোগাতে জোগাতেই নিঃশেষ হয়ে যায় তাদের জীবন-পরিধি। তারপর আসে তাদের অনুসারী পরবর্তী প্রজন্ম। তারাও হয়ে থাকে বাপদাদার দর্শনের প্রতি আন্তরিক এবং প্রচার-প্রসারে সক্রিয়। কারণ, তারা অনুধাবন করতে পারে এই সভ্যতা ও শক্তি অর্জনে তাদের বাপদাদা ঝরিয়েছে কত রক্ত আর ঘাম। ফলে তাদের চেষ্টা-প্রয়াসের মাধ্যমে সভ্যতা হয়ে ওঠে সুশোভিত ও সুদৃঢ়।

তাদের পর আসে তৃতীয় প্রজন্ম। এরা কিন্তু অতীত প্রজন্মের মতো কর্মতৎপর ও আন্তরিক থাকে না। কারণ, মানব-প্রজাতির স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুখসময়ে

তাদের কর্মতৎপরতায় ভাটা পড়ে। এরা যেহেতু শৈশব থেকেই গড়ে ওঠে সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবেশে, সেহেতু আন্দাজ করতে পারে না পূর্বসূরিদের প্রাণপাত প্রয়াসের বিষয়টা। এভাবে একসময় প্রজন্মটি হয়ে যায় বিলাসী ও ভোগ-কাতর। তাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়ে অবাধ যৌনতা। নারীরা হয় লাগামহীন স্বাধীন। ভবিষ্যতের চিন্তা থেকে তারা থাকে উদাসীন। শক্তি-কাঠামোর প্রতিটি অঙ্গে ছেয়ে যায় দুর্বলতা। আর পতনের এসব ঘুণপোকাগুলোই ক্রমান্বয়ে নিঃসার করে তোলে প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি ও সভ্যতার কাঠামো। ধীরে ধীরে কালের নির্মম কশাঘাত আর অমোঘ বিধানে সভ্যতাটির জায়গা হয় ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে।

একটা সভ্যতা যখন উন্নতির শীর্ষে পা ঝুলিয়ে বসে, তখন তার অবস্থা কোন পর্যায়ে উপনীত হয়, এই সুস্পষ্ট চিত্রপাঠ আমরা কুরআন থেকেও নিতে পারি। কুরআনের সুরা ইউসুফে বর্ণিত ফারাও সভ্যতার আলোচনা আমাদের এসব জানিয়ে দিয়েছে। ইউসুফ আ.-এর যুগে পাশের কেনানি সম্প্রদায় যখন যাযাবর-জীবন কাটাচ্ছিল, তখন মিসরিরা তাদের মানমন্দিরে বসে চর্চা করছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান। কিন্তু একটা সময় তাদের সে আকাশস্পর্শী সভ্যতা গ্রাস করে নেয় ভোগ ও নারীবিলাস। নারীরা হয়ে যায় একেবারে স্বাধীন।

পতনের এসব কারণ যেকোনো সভ্যতায় দেখা দিলে নিঃশেষে তার অনিবার্য ফল হয় ধ্বংস। তবে ইসলামি সভ্যতা এবং অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য হলো, মানুষের খেয়াল-খুশিতে গড়ে ওঠা সভ্যতার পেছনে ঐশী মদদ না থাকায় তা চিরতরে হারিয়ে যায়। কিন্তু ইসলামি সভ্যতার পেছনে ঐশী মদদ থাকায় তা একেবারে হারিয়ে যায় না। আল্লাহর বলে দেওয়া উন্নতির মাধ্যমগুলো অনুশীলন করলে মুসলিম জাতি পতনের পরও সেই ধ্বংসস্তূপে গড়ে নিতে পারে ইসলামি সভ্যতার মজবুত ও নয়নাভিরাম প্রাসাদ। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থ *উসমানি খিলাফতের ইতিহাস—দ্য অটোমান এম্পায়ার*-এর বিষয়বস্তু।

বলা হয়, উসমানিদের আগ পর্যন্ত জগৎ-ইতিহাসে মানবসভ্যতার উপর মানুষ কর্তৃক যে ধ্বংসযজ্ঞ বয়ে গেছে এর মধ্যে দুটি ধ্বংসযজ্ঞের কোনো তুলনা ছিল না। একটি ইয়াহুদি জাতির উপর বুখতে নাসার (নেবুচাদ নাজার) কর্তৃক ধ্বংসযজ্ঞ, অপরটি মুসলিমদের উপর তাতারদের ধ্বংসযজ্ঞ। তাতারদের ধ্বংসতাণ্ডবে বাগদাদ পরিণত হয় পুরা কাহিনিতে। ৪০ লাখ মানুষের গোরস্থানে পরিণত হয় প্রাচী-প্রাতিচী সভ্যতার প্রসূতি বাগদাদ। যে খলিফা ও আমিররা মুসলিমবিশ্বকে তাতার দানবদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নর্তকি আর মদের আসরে মগ্ন ছিল, খিলাফতের আসন দখল করে আল্লাহর দীনকে নিয়ে তামাশা করছিল হালাকু খান সহজভাবে তাদের হত্যা করেনি; পাগলা হাতি দিয়ে মাড়িয়ে, ঘোড়ার পায়ে পিষে, বস্তায় প্যাঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে,

পিটিয়ে, কুপিয়ে নানাভাবে হত্যা করে। তাদের সুন্দরী স্ত্রী-কন্যাদের দাসী হিসেবে রেখে বাকিদের হত্যা করে।

যে আলিমরা দীনকে যশখ্যাতি আর অর্থোপার্জনের অবলম্বন বানিয়েছিল, অনর্থক তর্ক-বিতর্ক করে আল্লাহর দীনকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছিল, নিজেদের মধ্যে ফিরকাবাজি করে সার্বক্ষণিক দাঙ্গায় ইন্ধন যুগিয়েছিল, তাতাররা তাদের সামনে তাদের স্ত্রী-কন্যাকে ধর্ষণ শেষে হত্যা করে। সুন্দরীদের বেছে নিয়ে দাসী বানায়। আর আলিমদের টুকরো টুকরো করে রাস্তায় ফেলে রাখে; অথবা দিজলার পানিতে ভাসিয়ে দেয়। পরিণতিতে তারা হয় স্থলজ ও জলজ প্রাণীর খাদ্য।

নগরী ধ্বংস করার পর হালাকু খান যখন জানতে পারে মাটির নিচে গুপ্ত কক্ষে কিছু লোক আত্মগোপন করে আছে, তখন সে দিজলার বাঁধ ভেঙে দেওয়ার হুকুম দেয়। ফলে তাদেরও সলিলসমাধি ঘটে। তাতাররা তিলোত্তমা বাগদাদ এমনভাবে ধ্বংস করে যে, সৃষ্টির শুরু থেকে নক্ষত্রমণ্ডল পৃথিবীর বুকে এমন বীভৎস ধ্বংসলীলা আর কখনো দেখেনি।

কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপের উপর কীভাবে বেড়ে উঠল উসমানিদের বিশাল ইসলামি সভ্যতা, কীভাবে পৌঁছাল উন্নতির শীর্ষে, এরপর কোন কোন ঘুণপোকা ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলে তাদের সে বিশাল সভ্যতা, কীভাবে আছড়ে পড়ল পতনের বেলাভূমে; মুসলিম জাতি কোন মাধ্যম গ্রহণ করলে আবারও ফিরে পাবে তাদের গৌরবময় অতীত, সে লক্ষ্যে কী করা দরকার, কী পরিহার করা প্রয়োজন, সেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে বর্তমান বিশ্বের আলোচিত ইতিহাসবিদ ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া আওয়ামিলুন নুহুজ ওয়া আসবাবুস সুকুত* নামক গ্রন্থে।

খিলাফতব্যবস্থা পতনের শতাব্দীকাল পর বর্তমান সময়ে আমরা যখন একেবারে অন্ধকার সময় পার করছি, যখন আমাদের যুবশ্রেণির কাছে খেলার খবর আর পচা রাজনীতির বিষয় পঠনসূচির মুখ্য উপাদান, যখন ইতিহাস তাদের কাছে অপাঠ্য একটি বিষয়, সেই কঠিন মুহূর্তে ব্যবসায়িক ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কালান্তর প্রকাশনীর কর্ণধার প্রিয় আবুল কালাম আজাদ যে দুর্বার সাহস বুকে নিয়ে জাতির সামনে একের পর এক ইতিহাসগ্রন্থ পেশ করে যাচ্ছে, তাতে সে অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। আল্লাহ তাঁর খিদমত কবুল করুন।

ইতিহাস ফিরে আসে বলে একটা কথা চালু আছে। কথাটা অসত্য নয়। হয়তো আবুল কালাম আজাদের মতো যুবকদের প্রয়াসেই সে ধারা সূচিত হতে পারে।

ইতিহাসের মতো তাত্ত্বিক বই রচনা কিংবা অনুবাদের জন্য যে নিবিড় সময়ের প্রয়োজন নানাবিধ ব্যস্ততায় আমি তা থেকে বঞ্চিত ছিলাম। তাই ভুল-ত্রুটি থাকাটা একেবারে

স্বাভাবিক। তারপরও প্রিয় ভাই সালমান মোহাম্মদের অশেষ শুকরিয়া, সে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বইটি দেখে দিয়েছে। আল্লাহ তাঁর ইলম ও আমলে বরকত দিন।

আমরা বার বার বলে এসেছি এবং বিশ্বাসও করি যে, লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, সম্পাদক, মুদ্রক, বাঁধাইকারী, পরিবেশক, পাঠক—এককথায় বইসংশ্লিষ্ট সবাই একই পরিবারভুক্ত। একে অন্যের সম্পূরক। একটা বই যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে পরিবেশন করা প্রকাশকের দায়িত্ব; আর পাঠকের দায়িত্ব হচ্ছে গঠনমূলক সমালোচনা। আমরা আমাদের পাঠকশ্রেণির কাছ থেকে তা-ই প্রত্যাশা করব। ইনশাআল্লাহ যেকোনো ভুল পরবর্তী সময়ে শোধরে নেওয়া হবে। আল্লাহ আমাদের সকলের প্রয়াস কবুল করুন। উত্তম জাজা দিন। আমিন।

আবদুর রশীদ তারাপাশী
১৮ অক্টোবর ২০১৯

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৯

পূর্বকথা # ২৭

প্রথম অধ্যায়

তুর্কদের পূর্বপুরুষ # ৩৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুর্কদের পূর্বপুরুষ # ৩৯

এক : বংশপরম্পরা এবং আদিভূমি ৩৯

দুই : মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে তুর্কদের সংযোগ ৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেলজুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা # ৪৩

এক : সুলতান মুহাম্মাদ আলপ আরসালান (বাহাদুর সিংহ) ৪৪

দুই : মালিক শাহ খিলাফত ও সাম্রাজ্যের ঐক্য ধরে রাখতে ব্যর্থতা ৫০

তিন : নিজামুল মুলক তুসি রাহ. ৫২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পতনযুগের সেলজুক সাম্রাজ্য # ৬০

দ্বিতীয় অধ্যায়

উসমানি সাম্রাজ্য : প্রতিষ্ঠা ও বিজয়সমূহ # ৬৩

উসমানিদের গোড়ার কথা # ৬৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উসমান # ৬৭

এক : প্রথম উসমানের নেতৃত্বগুণ ৬৮

দুই : উসমানিদের রাষ্ট্রীয় সংবিধান ৭৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান উরখান ইবনু উসমান # ৭৬

এক	: নতুন বাহিনী গঠন	৭৭
দুই	: উরখানের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি	৮০
তিন	: লক্ষ্য বাস্তবায়নে উরখান সফল হওয়ার কারণ	৮২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান প্রথম মুরাদ # ৮৪

এক	: সুলতান মুরাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের ঐক্য	৮৫
দুই	: সুলতান মুরাদের শাহাদাত	৮৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুলতান প্রথম বায়েজিদ # ৯৩

এক	: সার্বদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক	৯৩
দুই	: উসমানিদের সামনে বুলগেরীয়দের নত হওয়া	৯৪
তিন	: উসমানি সাম্রাজ্যের বিপক্ষে ক্রুসেডীয় ঐক্য	৯৪
চার	: কনস্টান্টিনোপল অবরোধ	৯৬
পাঁচ	: বায়েজিদ ও তৈমুর লংয়ের মধ্যকার যুদ্ধ	৯৭
ছয়	: উসমানি সাম্রাজ্যের ভাঙন	৯৯
সাত	: গৃহযুদ্ধ	১০০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুলতান প্রথম মুহাম্মাদ # ১০৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ # ১১১

এক	: আলিম ও কবিদের সম্মান এবং পুণ্যকাজে আন্তরিকতা	১১৭
দুই	: ইনতিকাল ও অসিয়ত	১১৮

তৃতীয় অধ্যায়

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ ও কনস্টান্টিনোপল বিজয় # ১২১

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ # ১২৩

এক	: কনস্টান্টিনোপল বিজয়	১২৪

দুই : বিজয়ের প্রস্তুতি ১২৯
তিন : তুমুল আক্রমণ ১৩২
চার : মুহাম্মাদ ফাতিহ এবং কনস্টান্টিনের মধ্যকার সংলাপ ১৩৫
পাঁচ : নৌবাহিনী-প্রধান বরখাস্ত এবং সুলতানের বীরত্ব ১৩৬
ছয় : অতি বিস্ময়কর যুদ্ধকৌশল ১৩৮
সাত : সহযোগীদের সঙ্গে কনস্টান্টিনের পরামর্শসভা ১৪১
আট : উসমানিদের পক্ষ থেকে মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ ১৪২
নয় : উসমানিদের অতর্কিত অভিযান ১৪৪
দশ : সুলতান এবং কনস্টান্টিনের মধ্যে শেষ সংলাপ ১৪৬
এগারো : সুলতান কর্তৃক পরামর্শসভা আহ্বান ১৪৮
বারো : সেনাদের নির্দেশনা প্রদান ও যুদ্ধের তত্ত্বাবধান ১৫১
তেরো : সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে, বিজয় নিকটেই ১৫৪
চৌদ্দ : পরাজিত খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সুলতানের আচরণ ১৫৭
পনেরো : কনস্টান্টিনোপলবাসীদের সঙ্গে দয়ার্দ্র আচরণ ১৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কনস্টান্টিনোপলের আধ্যাত্মিক বিজেতা আক শামসুদ্দিন # ১৬০

এক : শায়খ সুলতানের ব্যাপারে অহংকারের ভয় করতেন ১৬৪
দুই : ইনতিকাল ১৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইউরোপ ও মুসলিমবিশ্বে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রভাব # ১৬৭

এক : মুসলিম-প্রাচ্যে ইসতাম্বুল বিজয়ের প্রতিক্রিয়া ১৬৯
দুই : মিসরের সুলতানকে লেখা মুহাম্মাদ ফাতিহের চিঠি ১৭১
তিন : শরিফে মক্কার নামে মুহাম্মাদ ফাতিহের প্রেরিত পত্র ১৭৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের কারণ # ১৭৬

এক : সৈনিকদের প্রশিক্ষণদানে আলিমদের অবদান ১৭৮
দুই : মুহাম্মাদ ফাতিহের যুগে শরিয়ত প্রতিষ্ঠার প্রভাব ১৮১
তিন : কুরআন থেকে প্রাপ্ত ঐশীনীতির বৈশিষ্ট্য ১৮২
চার : উসমানি সাম্রাজ্যের জীবনাচারের দুনিয়াবি প্রতিফল ১৮৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ফাতিহের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি # ১৯০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুলতান ফাতিহের সংস্কারমূলক কর্মযজ্ঞ # ১৯৪

এক	: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা	১৯৪
দুই	: আলিমদের সম্মানপ্রদর্শন	১৯৫
তিন	: কবি-সাহিত্যিকদের সম্মানপ্রদর্শন	১৯৮
চার	: অনুবাদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান	১৯৯
পাঁচ	: নগর, স্থাপনা এবং হাসপাতাল নির্মাণ	২০০
ছয়	: শিল্প এবং বাণিজ্যব্যবস্থাপনা	২০১
সাত	: প্রাতিষ্ঠানিক বোর্ড প্রতিষ্ঠা	২০১
আট	: স্থলবাহিনীর পাশাপাশি নৌবাহিনী গঠন	২০৩
নয়	: ন্যায়পরায়ণতা	২০৫

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পুত্রের নামে সুলতান ফাতিহের অসিয়ত # ২০৮

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ফাতিহের ইনতিকাল এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া # ২২৮

এক	: সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহের ইনতিকাল	২২৮
দুই	: সুলতান ফাতিহের ইনতিকালে পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া	২২৮

চতুর্থ অধ্যায়

সুলতান ফাতিহের পরবর্তী শক্তিমান সুলতানবৃন্দ # ২৩৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ # ২৩৫

এক	: ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ	২৩৫
দুই	: মিসরের মামলুকদের ব্যাপারে বায়েজিদের দৃষ্টিভঙ্গি	২৩৭
তিন	: বায়েজিদ এবং পশ্চিমা কূটনীতি	২৩৭
চার	: আন্দালুসের মুসলমানদের ব্যাপারে বায়েজিদের অবস্থান	২৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান প্রথম সালিম # ২৫৪

এক	: শিয়া সাফাবিদের সঙ্গে যুদ্ধ	২৫৫
দুই	: মামলুক সাম্রাজ্য আত্মীকরণ	২৬৪
তিন	: উসমানি এবং পর্তুগিজদের মধ্যকার সংঘাত	২৭৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান সুলায়মান কানুনি # ২৮৪

এক	: শাসনামলের শুরুতে যেসব ফিতনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল	২৮৪
দুই	: রোড্স বিজয়	২৮৫
তিন	: হাঙ্গেরি যুদ্ধ এবং ভিয়েনা অবরোধ	২৮৬
চার	: উসমানি ও ফরাসিদের পরস্পর নিকটবর্তী হওয়া	২৮৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উসমানি সাম্রাজ্য এবং উত্তর আফ্রিকা # ২৯১

এক	: বারবারুসা ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশপরিচয়	১৯২
দুই	: খ্রিষ্টান যোদ্ধাদের মোকাবিলায় বারবারুসা ভাইদের কৃতিত্ব	২৯৩
তিন	: উসমানিদের সঙ্গে চুক্তি	২৯৫
চার	: আলজেরীয় জনগণ কর্তৃক সুলতান সালিম বরাবর পত্র...	২৯৮
পাঁচ	: আলজেরিয়ার জনগণের ডাকে সুলতানের লাব্বাইক বলা	৩০০
ছয়	: খাইরুদ্দিনকে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে	৩০১
সাত	: খাইরুদ্দিনের ইসতাম্বুল সফর	৩০৩
আট	: মরক্কোয় খাইরুদ্দিনের জিহাদের প্রভাব	৩০৭
নয়	: তিউনিসিয়ার উপর চার্লসের আধিপত্য	৩০৯
দশ	: খাইরুদ্দিনের আলজেরিয়ায় প্রত্যাবর্তন	৩১০
এগারো	: পর্তুগিজ কূটনীতি এবং উত্তর আফ্রিকার ঐক্য ভেঙেপড়া	৩১১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুজাহিদুল কাবির হাসান আগা তুসি # ৩১৩

এক	: চার্লসের পরিণতি	৩১৯
দুই	: হাসান আগার ইনতিকাল	৩২০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুজাহিদ হাসান ইবনু খাইরুদ্দিন বারবারুসা # ৩২১

এক	: খাইরুদ্দিন বারবারুসার জীবনের অন্তিম দিনগুলো	৩২৩
দুই	: আলজেরিয়া থেকে হাসান ইবনু খাইরুদ্দিনের পদচ্যুতি	৩২৭
তিন	: ফেজের গভর্নর মুহাম্মাদ সাদির নামে সুলায়মানের পত্র	৩২৮
চার	: সালিহ রাইসের হাতে রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণের ফরমান	৩৩১

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সালিহ রাইসের রাজনীতি # ৩৩৩

এক	: বু-হাসুন ওয়াত্তাসির হত্যা	৩৩৬
দুই	: উসমানিদের বিপক্ষে স্পেন ও পর্তুগাল কর্তৃক সাদিদের সহায়তা	৩৩৭
তিন	: উসমানি গোয়েন্দাদের কাছে ষড়যন্ত্র উন্মোচন	৩৩৯
চার	: সালিহ রাইসের ইনতিকাল	৩৪০
পাঁচ	: মুহাম্মাদ শায়খ সাদি কর্তৃক তিলমিসান দখল	৩৪১
ছয়	: মুহাম্মাদ শায়খের হত্যা	৩৪২
সাত	: মরক্কোয় অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ	৩৪৩
আট	: ওয়াহরানের শাসক কাউডেট হত্যা	৩৪৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্প্যানিশদের পরাস্ত করতে হাসান ইবনু খাইরুদ্দিনের রাজনীতি # ৩৪৫

এক	: উসমানি নৌবহরের তিউনিসিয়ার জের্বা দ্বীপ আক্রমণ	৩৪৮
দুই	: হাসান ইবনু খাইরুদ্দিনের গেপ্তারি এবং ইসতাম্বুলে প্রেরণ	৩৪৯
তিন	: হাসান ইবনু খাইরুদ্দিনের পুনরায় আলজেরিয়ায় প্রত্যাবর্তন	৩৪৯
চার	: মাল্টায় সেনা অভিযান	৩৫১
পাঁচ	: হাসান ইবনু খাইরুদ্দিন উসমানি নৌবহরের অধিনায়ক	৩৫২
ছয়	: আলজেরিয়ার 'বেলরেবেক' পদে কলজ আলির নিযুক্তি	৩৫২
সাত	: উসমানি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয়বার তিউনিসিয়া দখল	৩৫৩
আট	: আন্দালুসের মুসলমানদের বিদ্রোহ	৩৫৪
নয়	: আন্দালুসের মুসলমানদের সঙ্গে গালিব বিল্লাহ সাদির গাদ্দারি	৩৫৫
দশ	: স্পেনের মুসলমানদের পক্ষে কলজ আলির ভূমিকা	৩৫৬

নবম পরিচ্ছেদ

মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ ইবনু আবদিল্লাহ গালিব সাদি # ৩৬০

এক	: মুতাওয়াক্কিল ও পর্তুগিজ-অধিপতি সেবাস্তিয়ানের সন্ধি	৩৬২
দুই	: ওয়াদিউল মাখাজিনের যুদ্ধ	৩৬৩
তিন	: খ্রিষ্টানদের সেনাসমাবেশ	৩৬৪
চার	: মরক্কোর সেনাবাহিনী	৩৬৪
পাঁচ	: মুসলিম ও পর্তুগিজবাহিনীর সেনাসংখ্যা	৩৬৬
ছয়	: ওয়াদিউল মাখাজিনযুদ্ধে বিজয়ের কারণ	৩৭২
সাত	: যুদ্ধের ফল	৩৭৪
আট	: সাদিদের জন্য উসমানিদের প্রস্তাব	৩৭৭
নয়	: আলজেরিয়ার শাসকের জিহাদ এবং অবস্থার পরিবর্তন	৩৭৯
দশ	: আলজেরিয়ায় বেলরেবেক পদের সমাপ্তি	৩৮০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

নিঃসন্দেহে সব প্রশংসা কেবল আল্লাহর। আমরা যাঁর গুণকীর্তন করি। যাঁর কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। যাঁর কাছে আমরা পাপ ক্ষমা করে দেওয়ার আবেদন জানাই। আশ্রয় চাই তাঁর কাছে আত্মার প্রবঞ্চনা এবং মন্দ কৃতকর্ম থেকে। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথহারা করতে পারে না; আর যাকে পথহারা করেন, কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

> হে ইমানদাররা, তোমরা আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

> হে ইমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার রব, তোমার মহিয়ান সত্তা আর বিশাল সাম্রাজ্যের মর্যাদাতুল্য প্রশংসা। তোমার প্রশংসা—যাবৎ-না তুমি সন্তুষ্ট হচ্ছ। তোমার প্রশংসা—যতক্ষণ-না তুমি রাজি হচ্ছ।

ইসলামি ইতিহাসের গ্রন্থতালিকার ধারাবাহিকতায় এটি ষষ্ঠ গ্রন্থ। এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কারণসমূহ। কারা ছিল তুর্কিদের পূর্বপুরুষ, কবে তারা ইসলামে প্রবেশ করেছিল, কী কী মহান কাজ তারা সম্পাদন করেছিল, সেসব আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। কিছু আরবি উৎস থেকে আলোকবিম্ব প্রদর্শন করা হয়েছে সেলজুক সাম্রাজ্যের মহান কতিপয় ব্যক্তি তথা সুলতান আলপ আরসালান, সুলতান মালিক শাহ এবং নিজামুল মুলক তুসির জীবনের, যাঁরা সর্বদা কুরআনের

শিক্ষাকে সামনে রেখেই জীবনযাপন করেছিলেন। আলোকপাত করা হয়েছে তাঁদের জিহাদি তৎপরতা, দীন প্রচারের প্রয়াস, শিক্ষানুরাগ ও শিষ্টাচারপ্রিয়তা এবং সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার ওপরও।

এ গ্রন্থ বর্ণনা করবে, সেলজুক সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর কারা দাঁড় করিয়েছিলেন মহান উসমানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি। কেমন ছিল প্রথম উসমান, উরখান, প্রথম মুরাদ, মুহাম্মাদ চেলপি, দ্বিতীয় মুরাদ এবং সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের মতো মহান সুলতানদের জীবনচরিত। তাদের চরিত্র, কর্মদক্ষতা, রাজনৈতিক দর্শন, আল্লাহর নীতির অনুসরণ, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উপকরণ থেকে উপকৃত হওয়া, বিপ্লবী প্রয়াস, প্রতিরক্ষার জন্য বিশেষ প্রচেস্টা প্রভৃতি বিষয়গুলোর ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনি এবং সেই মহা বিজয়ের পেছনে আলিমরা, ফকিহরা, সিপাহি, সেনাপতি এবং আধ্যাত্মিক জগতের সুফি-সাধকদের কী অবদান ছিল।

এই গ্রন্থ পাঠককে বলবে, উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান ছিল সর্বব্যাপী। জ্ঞানবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, যুদ্ধ এবং সমরবিজ্ঞান, এককথায় মানুষের জাগতিক জীবনের এমন কোনো বিভাগ ছিল না, যেখানে উন্নতির ছোঁয়া লাগেনি। এ গ্রন্থ পাঠককে বলবে, রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য নেতৃত্বের মধ্যে থাকতে হবে উন্নত চরিত্র এবং জনসাধারণের মধ্যে কল্যাণ ও বিজয়ের আবেগ। কোনো জাতি থেকে যদি জাতীয়ভাবে উন্নত চরিত্র হারিয়ে যায়, তাহলে ওই জাতির সাম্রাজ্য পতনের বেলাভূমে আছড়ে পড়ে। তারা তখন নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে সক্ষম থাকে না।

উসমানি সাম্রাজ্যের সুউচ্চ এবং চোখধাঁধানো ইমারাতটি কোন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তুর্কি জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে কী অবদান রেখে গেছে, মুসলিম উম্মাহকে বিপদের কাদা থেকে উদ্ধারের জন্য কী প্রচেস্টা চালিয়ে গেছে, পর্তুগিজদের ক্রুসেডীয় ষড়যন্ত্র এবং স্প্যানিশদের হিংস্র হামলা কীভাবে ব্যর্থ করেছে, কীভাবে মুসলমানদের নিরাপত্তা দিয়ে গেছে, কীভাবে উত্তর আফ্রিকাকে ক্রুসেডীয় আক্রমণের থাবা থেকে মুক্ত রেখেছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আরও বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে বিভক্ত আরব রাজ্যগুলোকে তারা ঐক্যসূত্রে গেঁথে নিয়েছিল। কীভাবে শাম, মিসরসহ আরও কতিপয় ইসলামি এলাকা থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কীভাবে নিজেদের অধীন অঞ্চলে ইসনা আশারিয়া ও রাফিজি শিয়া মতবাদের প্রসার রুখে দিয়েছিল। ফিলিস্তিনে ইয়াহুদিদের বসবাসের ওপর কেমন বেড়াজাল তৈরি করেছিল। ইউরোপের অভ্যন্তরে ইসলামের প্রচার-প্রসারে কেমন প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়েছিল।